জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১

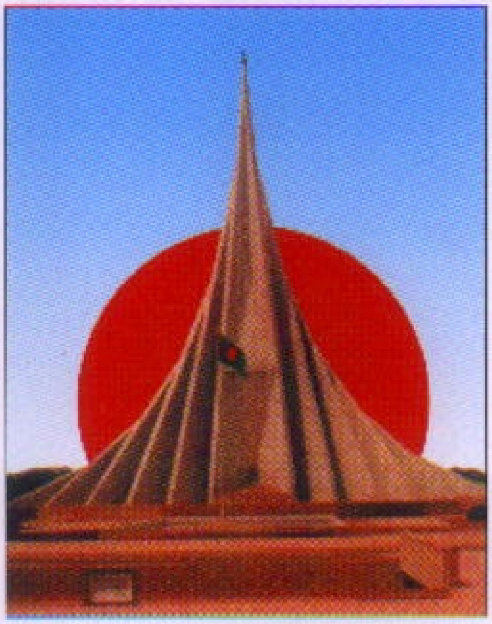

নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য নীতিমালা

(স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

ভূমিকা

যে কোন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন দক্ষ ও অভিজ্ঞ নির্বাচন পর্যবেক্ষকবৃন্দকে স্বাগত জানায়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুসরণ করে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। নির্বাচনী আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের জন্য একটি পর্যবেক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নির্বাচনের দিন নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাজের চাপ, ব্যস্ততা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা ও বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতামূলক আচরণ করবেন বলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আশা করে।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণকে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

ক. পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ঃ

নির্বাচন পূর্ব সময়

১. পর্যবেক্ষকগণ ভোট গ্রহণ দিনের পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন নির্বাচনী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন;

২. জনগণ যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান করতে পারে তার জন্য ভোটার প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ সংস্থা সমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এরূপ কার্যক্রম অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা মুক্ত হতে হবে। এরূপ কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

নির্বাচনের দিন

১. পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি না করে প্রকৃত ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন, তবে পর্যবেক্ষকগণ ভোট দান, ভোট গণনা বা প্রাসঙ্গিক অন্য কোন কাজে কোনক্রমেই অংশ নিতে পারবেন না;

২. নির্বাচন কেন্দ্র চলাকালে নির্বাচনী কাজে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না;

৩. পর্যবেক্ষকগণ কোনক্রমেই কোন কেন্দ্রের বা আসনের ফলাফল ঘোষণা করতে পারবেন না বা কোন প্রার্থীর ভোট অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন না।

নির্বাচনের পর

পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অবগতির জন্য পেশ করবেন।

খ. পর্যবেক্ষকদের যোগ্যতা ঃ

১. পর্যবেক্ষকের বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর ও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে;

২. পর্যবেক্ষকদের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হতে হবে। রাজনৈতিক দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কোন ব্যক্তি নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে গ্রহণীয় হবেন না; এ বিষয়ে তাঁদের অবস্থান নির্বাচন কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে;

৩. পর্যবেক্ষক তাঁর নিজ থানা/উপজেলায় নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না;

গ. প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

১. পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে বাংলাদেশের কোন নিবন্ধিত সংস্থার অধীনে আইনানুগভাবে নিবন্ধিত হতে হবে;

২. পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে ভোটগ্রহণ দিনের অন্তত তিন সপ্তাহ পূর্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারে ও অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হবে;

৩. আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে ঃ

ক. সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও কাগজ
খ. আয়ের উৎস
গ. গভর্নিং বডি/কার্যনির্বাহী পরিষদ/পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের নাম
ঘ. পর্যবেক্ষকদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, জন্ম তারিখ, স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা
ঙ. পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি
চ. নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)।

৪. প্রাপ্ত আবেদন সমূহ রিটার্নিং অফিসার/জেলা প্রশাসক বাস্তবতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে পর্যবেক্ষকদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন। এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত পর্যবেক্ষকদের প্রত্যেককে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত/সরবরাহকৃত পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে;

৫. রিটার্নিং অফিসার/জেলা প্রশাসক পর্যবেক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি ও তাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হলে তাঁদেরকে অনুমোদন না দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন;

৬. পর্যবেক্ষক সংস্থা প্রত্যেক জেলায় একজন অভিজ্ঞ সমন্বয়কারী নিয়োগ করে জেলা প্রশাসককে জানাবেন। উক্ত সমন্বয়কারী প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করবেন;

৭. পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই তাঁর পর্যবেক্ষক পরিচয়পত্র সর্বদা প্রদর্শন করবেন;

৮. যে সব পর্যবেক্ষককে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে তাদের একটি তালিকা রিটার্নিং অফিসার/জেলা প্রশাসক অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবেন;

৯. নির্বাচন কমিশন বিশেষ ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমতি দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে।

পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ঃ

১. পর্যবেক্ষকগণ রিটার্নিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসারের পরামর্শ/ নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন;

২. ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু করা হতে পর্যবেক্ষকগণ বিরত থাকবেন। ভোটকক্ষগুলো সাধারণত ছোট পরিসরের হয়, তাই একই সময় একসাথে একাধিক পর্যবেক্ষক ভোটকক্ষে ঢুকবেন না ও কোন ভোটকক্ষে বেশীক্ষণ অবস্থান করবেন না। বাইরে অপেক্ষমান অন্য পর্যবেক্ষকদের সুযোগ দেয়ার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভোটকক্ষ ত্যাগ করবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের আইনগত ও প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে চলবেন। ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার বা তাঁর সহকারী যদি এ ধারণা করেন যে পর্যবেক্ষকের উপস্থিতির ফলে কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হবে সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষককে তিনি তাৎক্ষণিক কেন্দ্র ত্যাগ করার নির্দেশ দিতে পারেন;

৩. পর্যবেক্ষকগণ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য গাড়ী ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে পূর্বানুমোদন প্রয়োজন। গাড়ীর সামনে ও পিছনে অনুমোদিত ব্যানার বা স্টিকার লাগাতে হবে। কোন পর্যবেক্ষক তাঁর গাড়ীতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি বহন করতে পারবেন না;

৪. পর্যবেক্ষকগণ প্রকাশ্যে বা গোপনে এমন কোন কাজ করতে পারবেন না যাতে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ কাজ করলে নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি বাতিল করতে পারবেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন